গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রাজশাহী
রাজস্ব শাখা
www.rajshahidiv.gov.bd

মাসিক বিভাগীয় রাজস্ব সম্মেলনের কার্যবিবরণী (নভেম্বর ২০২৩)

সভাপতি	ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী
সভার তারিখ	২০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১১:০০ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪, সেকশন-৩ এর ২.৪ অনুযায়ী বিভাগীয় রাজস্ব সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি কর্তৃক ভূমি প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের তথ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে হোল্ডিং এন্ট্রিকরণ, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা, জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, খাসজমি বন্দোবস্ত, সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং অবৈধ দখল হতে খাস জমি, নদী শ্রেণির জমি, অর্পিত সম্পত্তির লিজমানি আদায়, ই-নামজারি মামলা, মিস মামলা, দেওয়ানি মামলা, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনসহ মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব প্রশাসনকে আরও সেবামুখী, স্বচ্ছ ও গতিশীল করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

২. বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

সভায় অক্টোবর ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী পঠিত হয় এবং কোনরূপ সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩. বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

অক্টোবর ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় রাজস্ব সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিম্নরূপ:

ক্রম	সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার
১।	১৭/১০/২০২৩ খ্রি:	৪৩ টি	৪০ টি	৯৩.০২%

অবশিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং জেলা প্রশাসকগণ সচেষ্ট আছেন মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।

৪. অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	**সংস্থাপন: মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের তথ্য:** বিভাগীয় কমিশনারের	(১) জেলা পর্যায়ে রাজস্ব প্রশাসনে, উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। (২) রাজস্ব প্রশাসনে শূন্য পদ পূরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে	(১) জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

	কার্যালয়, রাজশাহী এর রাজস্ব প্রশাসনে ৩ ক্যাটেগরির মঞ্জুরিকৃত মোট ৩ টি পদের মধ্যে ২ টি পদ শূন্য রয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রাজস্ব প্রশাসনে ২১ ক্যাটেগরির মঞ্জুরিকৃত মোট ৫২৫ টি পদের মধ্যে ৩০৮ টি পদ শূন্য রয়েছে যা মঞ্জুরিকৃত পদের ৫৮.৬৭%। উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে ১৫ ক্যাটেগরির মোট ১১৬৭ টি মঞ্জুরিকৃত পদের মধ্যে ৫৩৫ টি পদ শূন্য রয়েছে যা মঞ্জুরিকৃত পদের ৪৫.৮৪%। পৌর/ইউনিয়ন/মহানগর ভূমি অফিসে ৫ ক্যাটেগরির মোট ২১৮৩ টি মঞ্জুরিকৃত পদের মধ্যে ৮৪২ টি পদ শূন্য রয়েছে যা মোট মঞ্জুরিকৃত পদের ৩৮.৫৭%। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-১ (ক), ১ (খ), ১ (গ) ও ১ (ঘ)]** সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রেরণ এবং বিভাগ এবং জেলা কার্যালয় হতে শূন্য পদ পূরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত পত্র প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক, বগুড়া সভাকে জানান যে, বগুড়া জেলার রাজস্ব প্রশাসনের নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণের জন্য ২৯/১০/২০২৩ খ্রি: তারিখের ১৬০৬ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় নির্বাচনী বোর্ড, রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রনালয় হতে নিয়োগ সংক্রান্ত বাবদ ২৭,৭৭,২২২ টাকা চাওয়া হয় কিন্তু ১৮,৫৯,১২৭ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ৯,১৮,০৯৫ টাকা বরাদ্দ চেয়ে	নিয়মিত পত্র প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ না পেলে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বেশ কিছু খাত হতে খরচ/ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (৪) নিয়োগ পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য জেলা প্রশসনের অন্যান্য খাতে অব্যয়িত অর্থ হতে অর্থ উপযোজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে অর্থের সংস্থানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (৫) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, আপিলকারী কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্বলিত প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এ কার্যালয়ে অনুলিপি প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	(২) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগ এবং জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ (৩-৫) জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ১১/১০/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৪৭৩ নম্বর স্মারকপত্রে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়ার সুযোগ নেই মর্মে জানানো হয়েছে।

সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, নাগারিককে স্মার্ট ভূমি সেবা প্রদান, সেবার মান অক্ষন্ন রাখতে এবং অফিসের কর্মচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনার জন্য নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ না পেলে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বেশ কিছু খাত হতে খরচ/ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া নিয়োগ পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য জেলা প্রশসনের অন্যান্য খাতে অব্যয়িত অর্থ হতে কর্মচারী নিয়োগ খাতে অর্থ উপযোজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে।

জেলা প্রশাসক, নওগাঁ জানান যে, The Tahsilders and Assistant Tahsilders (Government Acquired Estates) Recruitment Rules, 1984 অনুযায়ী ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম জেলা প্রশাসকদের উপর অর্পিত থাকায় রাজস্ব প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের উপর জেলা প্রশাসকের

	সাধারণ ও বিশেষ নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন ছিল। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০/০৯/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৩৩৬ নম্বর অফিস আদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ, শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম, পদোন্নতি, ভবিষ্য তহবিল থেকে চূড়ান্ত উত্তোলন, পিআরএল, পেনশনসহ যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ সীমিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব প্রশাসনে এক প্রকার বিশৃঙ্খলার আশংকা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং “স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও ডিজিটাল ভূমি সেবা” বাস্তবায়ন নিয়ে স্থানীয়ভাবে জনগণের মাঝে এক প্রকার নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে। এমতাবস্থায়, জেলা রাজস্ব প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ভূমি সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন রেখে ডিজিটাল ভূমি সেবা বাস্তবায়নের স্বার্থে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত ২০/০৯/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৩৩৬ নম্বর আদেশটি সংশোধন করা প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ এর সাথে অন্য সকল জেলা প্রশাসক সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। সভাপতি সভাকে জানান যে, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন ভূমি	

	উপ-সহকারী কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, আপিলকারী কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্বলিত প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এ কার্যালয়ে অনুলিপি করতে হবে।		
২।	**<u>ভূমি প্রশাসন (পরিদর্শন ও দর্শন এবং উপজেলা ও পৌর/ইউনিয়ন ভূমি নির্মাণ ও সংস্কার/মেরামত সংক্রান্ত):</u>** **(ক) পরিদর্শন ও দর্শন সংক্রান্ত:** পরিদর্শন ও দর্শন প্রমাপ অনুযায়ী অর্জনের শতকরা হার যথাক্রমে ১০০% ও ১০০%, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের পরিদর্শন ও দর্শন প্রমাপ অনুযায়ী অর্জনের শতকরা হার যথাক্রমে ৯৬% ও ৯৭%, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের পরিদর্শন প্রমাপ অনুযায়ী অর্জনের শতকরা হার ৯০% এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের পরিদর্শন ও দর্শন প্রমাপ অনুযায়ী অর্জনের শতকরা হার যথাক্রমে ৮৭% ও ৭৩% **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক ২ (ক) ও ২ (খ)]**। সভাপতি সভাকে জানান যে, উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস কেবল প্রমাপ পূরণের উদ্দেশ্যে এবং গতানুগতিক বা প্রথাগত পদ্ধতিতে পরিদর্শন না করে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আইডি/সিস্টেম ওপেন করে হোল্ডিং অনুমোদন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, বাতিলকৃত হোল্ডিংগুলো যৌক্তিক কারণে বাতিল করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা, ই-নামজারি আবেদনের আদেশপত্রের	(১) উপজেলা/পৌর/ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আইডি/সিস্টেম ওপেন করে হোল্ডিং অনুমোদন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, বাতিলকৃত হোল্ডিংগুলো যৌক্তিক কারণে বাতিল করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা, ই-নামজারি আবেদনের আদেশপত্রের গতানুগতিক টেমপ্লেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আবেদনকারীর আবেদন অনুযায়ী কাস্টমাইজড করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা, বাতিলকৃত নামজারি আবেদনগুলো যৌক্তিক কারণে বাতিল করা হয়েছে কি না তা যাচাই করতে হবে। (২) ম্যানুয়াল ফরম্যাটে পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় মিস কেসের আদেশপত্রে স্পষ্ট ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে কি না তা বিশ্লেষণ করা এবং দফাওয়ারি জবাবেব ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও যৌক্তিক জবাব উপস্থাপন করা হয়েছে কি না তা যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল) রাজশাহী বিভাগ

	গতানুগতিক টেমপ্লেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আবেদনকারীর আবেদন অনুযায়ী কাস্টমাইজড করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা, বাতিলকৃত নামজারি আবেদনগুলো যৌক্তিক কারণে বাতিল করা হয়েছে কি না তা যাচাই করতে হবে। এছাড়া ম্যানুয়াল ফরম্যাটে পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শনকালে মিস কেসের আদেশপত্রে স্পষ্ট ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে কি না তা বিশ্লেষণ করা এবং দফাওয়ারি জবাবের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও যৌক্তিক জবাব উপস্থাপন করা হয়েছে কি না তা যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।		
	(খ) <u>উপজেলা ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস নির্মাণ এবং সংস্কার/মেরামত সংক্রান্ত:</u> সভাপতি বলেন যে, যে সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নেই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ এবং জনবল কাঠামোর প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এ কার্যালয়ে অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে। মেরামত/সংস্কারযেগ্য উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকায় প্রেরণ করতে হবে।	(১) যে সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নেই সে সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ এবং জনবল কাঠামোর প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এ কার্যালয়ে অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে। (২) মেরামত/সংস্কারযেগ্য উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকায় প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

৩।	**২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ভূমি উন্নয়ন কর আদায় এবং ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে হোল্ডিং এন্ট্রি ও অনুমোদন:** ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সাধারণ খাতে মোট ৮৬,৭৪,২৪,৬১২ টাকা দাবির মধ্যে অক্টোবর ২০২৩ মাস পর্যন্ত ৩১,৫৯,৭৭,৩৯৪ টাকা **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক ৩ (ক)]** এবং সংস্থা খাতে মোট ৩৩,৫৮,৪০,৫৭০ টাকা দাবির মধ্যে অক্টোবর ২০২৩ মাস পর্যন্ত ১,২১,৭১,২২৯ টাকা আদায় হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক ৩ (খ)]** সভাপতি সভাকে অবহিত করে যে, ভূমি উন্নয়ন কর শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে ছোট খাটো/সামান্য ত্রুটির কারণে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের আবেদন/আপলোডকৃত খতিয়ান বাতিল না করে অনুমোদন করার জন্য ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সরকারি সংস্থাসমূহের আংশিক ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের সামর্থ্য থাকলে বা আগ্রহ প্রকাশ করলে এ সংস্থাসমূহের নিকট হতে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।	(১) ভূমি উন্নয়ন কর শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে ছোট খাটো/সামান্য ত্রুটির কারণে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের আবেদন/আপলোডকৃত খতিয়ান বাতিল না করে সংশোধন পূর্বক অনুমোদন করার জন্য ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (২) সরকারি সংস্থাসমূহের আংশিক ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের সামর্থ্য থাকলে বা আগ্রহ প্রকাশ করলে ঐ সংস্থাসমূহের নিকট হতে তা আদায় নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

৪।	**সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি (রেন্ট সার্টিফিকেট এবং জেনারেল সার্টিফিকেট):** রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে মোট ২৭৬ টি মামলার মধ্যে ৫১ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ২২৫ টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-৪ (ক)]** জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে মোট ১৮,৮৮১ টি মামলার মধ্যে ২৯৪ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-৪ (খ)]** রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে মোট ১০,৭৪১ টি মামলার মধ্যে ১২৩ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক- ৪ (গ)]** সভাপতি সভাকে জানান যে, জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কত টাকার নিচে কৃষি ঋণ গ্রহণের পর অপরিশোধিত ঋণ খেলাপি হিসেবে বিবেচিত হবে না সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসককে অবহিত হতে হবে।	(১) বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে এবং পেন্ডিং মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (৩) অনিষ্পন্ন জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে প্রতিমাসে দায়েরকৃত মামলার চেয়ে নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	(১-২) জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ (৩) জেলা প্রশাসক (সকল)/নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী/ সহকারী মহাব্যবস্থাপক, আইন বিভাগ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজশাহী

৫।	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:** অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে মোট ১০২ টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির মধ্যে ৭ টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক- ৪(গ)]** সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, সামান্য অর্থের জন্য অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো চিহ্নিত করে অডিট সংশ্লিষ্ট অর্থ জমা প্রদান করে বক্ষমান জবাব এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মকর্তার কর্মকালীন সময়ে অডিট আপত্তি দায়ের হলে সেই কর্মকর্তাকে তার কর্মকালীন সময়ের মধ্যে বক্ষমান জবাব প্রেরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	(১) সামান্য অর্থের জন্য অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো চিহ্নিত করে অডিট সংশ্লিষ্ট অর্থ জমা প্রদান করে বক্ষমান জবাব এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মকর্তার কর্মকালীন সময়ে অডিট আপত্তি দায়ের হলে সেই কর্মকর্তাকে তার কর্মকালীন সময়ের মধ্যে বক্ষমান জবাব প্রেরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

৬।	**২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাসজমি বন্দোবস্ত (কৃষি ও অকৃষি):** খাস জমি বন্দোবস্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বিভাগে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অক্টোবর ২০২৩ মাস পর্যন্ত ১৩৭২ টি ভূমিহীন পরিবারকে ২৮.৫৮ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে এবং রাজশাহী ও নাটোর জেলায় ৬৭ টি পরিবার/সংস্থার অনুকূলে ১.৩৭ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। অক্টোবর ২০২৩ মাসে নাটোর জেলায় ১০ টি ভূমিহীন পরিবারকে দলিল ও দখল হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-৬]** সভাপতি জানান যে, নদী শ্রেণির জমির উপর মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ব্যারাক বা একক গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এমন প্রকল্পসমূহের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে নদী শ্রেণির জমি বন্দোবস্তের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, ভূমি বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে। উক্ত সেমিনারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মূল নদী হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পে দূরত্ব, নদীর বর্তমান অবস্থান এবং নদী ভাঙনের সম্ভাব্য ঝুকি বিবেচনায় নদী শ্রেণির জমিতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের নির্মিত গৃহ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে বন্দোবস্ত প্রদানে জটিলতা এবং উত্তরণের উপায়সমূহ নিয়ে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করতে হবে। সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে নির্দেশনা চাইতে হবে।	মূল নদী হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পে দূরত্ব, নদীর বর্তমান অবস্থান এবং নদী ভাঙনের সম্ভাব্য ঝুকি বিবেচনায় নদী শ্রেণির জমিতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের নির্মিত গৃহ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে বন্দোবস্ত প্রদানে জটিলতা এবং উত্তরণের উপায়সমূহ নিয়ে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

৭।	**সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা:** **৭ (ক) জলমহাল:** জেলা প্রশাসক, নাটোর জানান যে, নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলাধীন পাঙ্গিয়ার দিঘী (বদ্ধ) জলমহালটি রাজশাহী বিভাগের একমাত্র ইকোপার্ক। জেলা প্রশাসন, নাটোরের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাঙ্গিয়ার দিঘীকে কেন্দ্র করে ইকো ট্যুরিজম, পশু-পাখির অভয়াশ্রম, ক্রীড়া পল্লী নির্মাণ করা হবে। পাঙ্গিয়ার দিঘী ইকোপার্কটি বিভাগীয় রাজস্ব সম্মেলনের আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন। পাঙ্গিয়ার দিঘীর পাশে আরো একটি ৫২ একরের খাস জলাভূমি পাওয়া গেছে। খাস জলাভূমিটিতে স্থানীয় লোকজন অবৈধ দখলে রেখে মাছ চাষ করে। অবৈধ দখল হতে বেশ কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, বগুড়া জানান যে, অবৈধ দখল রোধকল্পে এবং জনগণকে সরকারি জলমহাল হিসেবে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে প্রতিটি জলমহালের পাড়ে কনক্রিট নির্মিত পুকুরের তফসিল সম্বলিত নামক ফলক স্থাপন করা হয়েছে। নামক ফলক স্থাপন সময় অবৈধ দখলে থাকা অনেক জলমহাল উদ্ধার করে সরকারি তত্ত্বাবধানে নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক, পাবনা জানান যে, পাবনা জেলার অনেক জলমহাল টেন্ডার প্রক্রিয়ায় আনয়ন না করার ফলে জলমহালগুলো ইজারা বহির্ভূত রয়েছে। উক্ত জলমহালগুলোকে ক্যালেন্ডারভুক্ত করা হয়েছে।	(১) পাঙ্গিয়ার দিঘীকে কেন্দ্র করে ইকো ট্যুরিজম, পশু-পাখির অভয়াশ্রম, ক্রীড়া পল্লী নির্মাণ বিষয়ে পরবর্তী রাজস্ব সম্মেলনের অলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। (২) অবৈধ দখল রোধকল্পে এবং জনগণকে সরকারি জলমহাল হিসেবে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে প্রতিটি জলমহালের পাড়ে কনক্রিট নির্মিত পুকুরের তফসিল সম্বলিত নামকফলক স্থাপন করতে হবে। (৩) ইজারা বহির্ভূত ও অযোগ্য জলমহালগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন/তদন্ত করে সেই জলমহালগুলো হতে ইজারা যোগ্য জলমহাল চিহ্নিত করে ইজারা প্রক্রিয়ায় আনয়ন করতে হবে। (৪) জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে প্রথম বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কোন ইজারা গ্রহীতা দরপত্র দাখিল না করলে ইজারা প্রদানের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) সহকারী কশিনার, রাজস্ব শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

	সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, ইজারা বহির্ভূত ও অযোগ্য জলমহালগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন/তদন্ত করে সেই জলমহালগুলো হতে ইজারা যোগ্য জলমহাল চিহ্নিত করে ইজারা প্রক্রিয়ায় আনয়ন করতে হবে। জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে প্রথম বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কোন ইজারা গ্রহীতা দরপত্র দাখিল না করলে ইজারা প্রদানের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা অব্যাহত রাখতে হবে।		
	৭ (খ) বালুমহাল: জেলা প্রশাসক, বগুড়া জানান যে, ধুনট উপজেলাধীন ভান্ডারবাড়ী বালুমহাল নিয়ে সরকার পক্ষে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নম্বর ৩০৭৫/২০২৩ দায়ের করা হয়। লিভ টু আপিল খারিজ হয়েছে। আদালতের আদেশ এবং বিজ্ঞ সরকারি কৌসুলীর মতামত এবং জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩ (তিন) মাসের জন্য বালুমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধুনট, বগুড়াকে পত্র দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ৩ মাস সময় বৃদ্ধি করায় ইজারা গ্রহীতার ইজারা মেয়াদ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শেষ হবে। নতুন বাংলা সনের ১ মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার ফলে বালুমহালটি ইজারা প্রক্রিয়ায় আনয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এই উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে নির্দেশনা প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক, নাটোর জানান যে, নাটোর জেলার ১ টি বালুমহালের কিছু টাকা ইজারা গ্রহীতাকে ফেরত	**বালুমহাল:** (১) মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে বগুড়া জেলার বালুমহালটি ইজারা গ্রহীতার অনুকূলে বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরকারি তত্ত্বাবধানে নিতে হবে। (২) পাবনা জেলার ৫ টি বালুমহালসহ বিভাগের সকল বালুমহাল হতে অবৈধ বালু উত্তোলনকারীরা যাতে বালু উত্তোলন করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখাসহ অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বালুমহাল সংক্রান্ত যে কোন উদ্ভুত সমস্যায় দ্রুত সময়ের মধ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বালুমহাল সংক্রান্ত সরকারি আদেশ প্রতিপালন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারি সরকারি স্বার্থে আপিল বা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকলে তা সাথে সাথে গ্রহণ করতে হবে।	(১) জেলা প্রশাসক বগুড়া (২) জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক, পাবনা জনান যে, ২০১৯ সালে পাবনা জেলায় সৃজিত ৫ টি বালুমহাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী হতে অনুমোদন করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৫৫৪৩/২০২০ নম্বর রিট পিটিশনের আদেশে বালুমহালের ইজারা কার্যক্রম বন্ধ রেখে বিআইডাব্লিউটিএ এর মাধ্যমে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গোয়ালন্দ হতে পাকশি পর্যন্ত বালুমহাল সংশ্লিষ্ট এলাকা নৌ-রুট হওয়ায় বিআইডাব্লিউটিএ হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে না করে রিটের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করে। মহামান্য হাইকোর্ট আপিলের রায়ে পদ্মা নদীর গোয়ালন্দ হতে পাকশি পর্যন্ত বালুমহাল সৃজন এবং ক্যালেন্ডারভুক্ত না করার জন্য আদেশ প্রদান করেছে।

সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে বগুড়া জেলার বালুমহালটি ইজারা গ্রহীতার অনুকূলে বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরকারি তত্ত্বাবধানে নিতে হবে। পাবনা জেলার ৫ টি বালুমহালসহ বিভাগের সকল বালুমহাল হতে অবৈধ বালু উত্তোলনকারীরা যাতে বালু উত্তোলন করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখাসহ অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বালুমহাল সংক্রান্ত যে কোন উদ্ভুত সমস্যায় দ্রুত

	সময়ের মধ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বালুমহাল সংক্রান্ত সরকারি আদেশ প্রতিপালন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারি সরকারি স্বার্থে আপিল বা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকলে তা সাথে সাথে গ্রহণ করতে হবে।		
	৭ (গ) হাটবাজার: ইজারা বহির্ভূত হাট ও বাজার হতে নিয়মিত খাস আদায় এবং হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	**হাটবাজার:** (১) ইজারা বহির্ভূত হাটবাজারের খাস আদায় অব্যাহত রাখতে হবে। (২) হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
৮।	**অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং অবৈধ দখল হতে খাস জমি, রেকর্ডিয় নদী শ্রেণির জমি উদ্ধার সংক্রান্ত:** অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বিভাগে অক্টোবর ২০২৩ মাসে মোট ৩৩৭১ টি অবৈধ স্থাপনার মধ্যে মোট ৮৫ টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-৮ (ক)]** অবৈধ দখলদার হতে ভূমি সম্পত্তি ও রেকর্ডিয় নদী শ্রেণির জমি উদ্ধার প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে মোট ১৬.৮১৫ একর খাসজমি উদ্ধার করা হয়েছে। অক্টোবর ২০২৩ মাসে কোন রেকর্ডিয় নদী শ্রেণির জমি উদ্ধার হয়নি। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-৮ (খ)]**	(১) অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শহর, গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং অবৈধ স্থাপনা নির্মাণকালীন সময়েই তা আইনানুগভাবে উচ্ছেদ করতে হবে। (২) প্রতিটি জেলাতে অবৈধ দখলে থাকা বিপুল পরিমাণ খাসজমি অবৈধ দখলদার হতে উচ্ছেদ করে সরকারি তত্ত্বাবধানে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) অবৈধ দখলীয় নদী শ্রেণির জমির সীমানা নির্ধারণপূর্বক দ্রুত উদ্ধারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

৯।	**অর্পিত সম্পত্তির লিজমানি আদায়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা, বাতিলকৃত 'খ' তালিকার সম্পত্তির মিসকেস এবং অর্পিত পুকুর ব্যবস্থাপনা:** ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অক্টোবর ২০২৩ মাস পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তির লিজমানি ২,৭০,৭৯,২১০ টাকা আদায় হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-৯ (ক)]** অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যপর্ণ আইন, ২০০১ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে রাষ্ট্রের পক্ষে ৩৯ টি এবং রাষ্ট্রের বিপক্ষে ৪৯ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-৯ (খ)]** বাতিলকৃত 'খ' তালিকার সম্পত্তির খারিজ/মিসকেস প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে মোট ৩৭৪৪ টি মামলার মধ্যে ৩২৪ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-৯ (গ)]** অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগ জানান যে, গত রাজস্ব সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসকের নিকট হতে দুটি ছকে (কো-শেয়ারার ব্যতীত অর্পিত পুকুরের তথ্য এবং কো-শেয়ারার সংশ্লিষ্ট অর্পিত পুকুরের তথ্য) অর্পিত পুকুরের তথ্য চাওয়া হয়। রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ ব্যতীত সকল জেলা তথ্য পাওয়া গেছে। ভিপি পুকুর সুষ্ঠভাবে মনিটরিং এর জন্য সঠিক তথ্য ও উপাত্ত প্রয়োজন।	(১) অর্পিত সম্পত্তি হতে শতভাগ লিজমানি আদায়ে কার্যক্র পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর আওতায় যে সব মামলায় ট্রাইব্যুনাল থেকে সরকারের পক্ষে রায়/ডিক্রি হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আদেশের আলোকে সংশ্লিষ্ট অর্পিত সম্পত্তি সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে এবং যে সব ক্ষেত্রে সরকারের বিপক্ষে রায় হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের করতে হবে। (৩) অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দায়েরকৃত ট্রাইব্যুনাল/আপিল ট্রাইব্যুনালের মামলার বিষয়ে ভিপি কৌশুলিগণের সাথে নিয়মিত সভা করে এবং সাক্ষ্য ও রেকর্ডপত্র, নথি যথাযথভাবে ট্রাইব্যুনাল/আপিল ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। (৪) ভিপি পুকুর সুষ্ঠভাবে মনিটরিং এর জন্য কো-শেয়ারার ব্যতীত অর্পিত পুকুরের তথ্য এবং কো-শেয়ারার সংশ্লিষ্ট অর্পিত পুকুরের তথ্য নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

১০।	**ই-নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি, বিবিধ (মিস)মামলা নিষ্পত্তি এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থা অটোমেশন প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে রেজিঃ-২ (হোল্ডিং), পুরাতন নামজারি এবং রেকর্ডরুমের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি:** সভাপতি জানান যে, ই-নামজারি আবেদনের আদেশপত্রের গতানুগতিক টেমপ্লেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আবেদনকারীর আবেদন অনুযায়ী কাস্টমাইজড করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা, নামজারি আবেদন না-মঞ্জুরের নথি বিশ্লেষণ, না-মঞ্জুরের কারণ পরিপত্র অনুযায়ী হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মিস কেসের আদেশপত্রে স্পষ্ট ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে কি না তা বিশ্লেষণ করা এবং মিসকেসের আদেশ পরিবর্তন হলে পরিবর্তনকৃত আদেশটি যৌক্তিক হয়েছে কি না তা নিরূপণ করতে হবে। পুরাতন নামজারি খতিয়ান ও রেকর্ডরুমের এন্ট্রিকৃত খতিয়ানে মালিকের নাম, দাগ নম্বর, দাগের মধ্যে অত্র খতিয়ানের অংশ ভুলভাবে এন্ট্রি করা, খতিয়ান নম্বর প্রদান না করা বা ভুলভাবে এন্ট্রি করা, অনেক ক্ষেত্রে একই মৌজার একাধিক খতিয়ানে একই নম্বর ব্যবহার করা এবং এন্ট্রিকৃত খতিয়ানের ভুল স্ক্যান কপি আপলোড করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ই-নামজারি আবেদনের আদেশপত্রের গতানুগতিক টেমপ্লেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আবেদনকারীর আবেদন অনুযায়ী কাস্টমাইজড করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা, নামজারি আবেদন না-মঞ্জুরের নথি বিশ্লেষণ, না-মঞ্জুরের কারণ পরিপত্র অনুযায়ী হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। (২) মিস কেসের আদেশপত্রে স্পষ্ট ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে কি না তা বিশ্লেষণ করা এবং মিসকেসের আদেশ পরিবর্তন হলে পরিবর্তনকৃত আদেশটি যৌক্তিক হয়েছে কি না তা নিরূপণ করতে হবে। (৩) পুরাতন নামজারি খতিয়ান ও রেকর্ডরুমের খতিয়ানের এন্ট্রিকৃত ডাটার সকল তথ্য নিখুঁতভাবে যাচাই করে সংশ্লিষ্ট সিস্টেমে আপলোড করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ/ উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ

১১।	**আপিল মামলা এবং দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত:** অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আদালতে আপিল মামলা নিষ্পত্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী অক্টোবর ২০২৩ মাসে মোট ১২৪১ টি মামলার মধ্যে ১১৭ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক ১১ (ক)]** দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে সরকার পক্ষে ১৫৮ টি এবং সরকারে বিপক্ষে ৭২ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রতিবেদন **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক ১১ খ)]** সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আদালতে আপিল মামলাগুলো দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন না রেখে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট হতে প্রাপ্ত আপিল মামলা আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদেশের পুনরাবৃত্তি না করে যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে।	(১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আদালতে আপিল মামলাগুলো দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন না রেখে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (২) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট হতে প্রাপ্ত আপিল মামলা আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদেশের পুনরাবৃত্তি না করে যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে। (৩) সরকারি স্বার্থ বজায় রেখে দেওয়ানি মামলার এস.এফ দ্রুত প্রস্তুত এবং প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (৪) দেওয়ানি মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে হলে; সেক্ষেত্রে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনায় কোন ত্রুটি বা গাফিলতি ছিল কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। (৫) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

১২।	**এল.এ কেস নিষ্পত্তি:** জেলা প্রশাসক, বগুড়া জানান যে, সাসেক ফোর লেন সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এলএ কেসের প্রস্তাবিত নকশায় ইতঃপূর্বে কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা অব্যবহৃত জমি এবং ভবনে কিছু অংশ পড়েছে। এলএ কেসে অলাইমেন্ট সঠিকভাবে না হওয়া হওয়ায় পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জমি এবং উক্ত সংস্থা গুলোর ভবন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, একই জমি দুই বার অধিগ্রহণের সুযোগ না থাকায় এলএ কেস হতে পূর্বে অধিগ্রহণকৃত দাগসূচি বাদ দিয়ে রিজিউম করে প্রত্যাশি সংস্থাকে বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে। এলএ কেস হতে বাদ পাড়া ভবনগুলো অ্যাসেসমেন্ট করে পুনরায় প্রাক্কলন করত প্রত্যাশী সংস্থার নিকট অর্থ বরাদ্দের জন্য পত্র দিতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণে সংশ্লিষ্ট সার্ভেয়ারগণ প্রত্যাশী সংস্থার প্রস্তাবিত নকশার অ্যালাইমেন্ট সরেজমিনে যাচাই করে রোয়েদাদ প্রস্তুত করবেন। অ্যালাইমেন্ট সঠিক না হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে বিভাগীয় মামলা চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।	(১) একই জমি দুই অধিগ্রহণের সুযোগ না থাকায় এলএ কেস হতে পূর্বে অধিগ্রহণকৃত দাগসূচি বাদ দিয়ে রিজিউম করে প্রত্যাশি সংস্থাকে বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। (২ ভূমি অধিগ্রহণে সংশ্লিষ্ট সার্ভেয়ারগণ প্রত্যাশী সংস্থার প্রস্তাবিত নকশার অ্যালাইমেন্ট সরেজমিনে যাচাই করে রোয়েদাদ প্রস্তুত করবেন। অ্যালাইমেন্ট সঠিক না হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে বিভাগীয় মামলা চালু করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
১৩।	**বিনিময় মামলা ও অবমূল্যায়ন মামলা নিষ্পত্তি এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা:** বিনিময় মামলা নিষ্পত্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মোট ১৭৪৪ টি বিনিময় মামলার মধ্যে নওগাঁ	(১) বিনিময় মামলা নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণের বিনিময়কৃত জমি নিয়ে জটিলতায় না গিয়ে বাস্তবে কাগজপত্র যাচাই করে আইনানুগভাবে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও জেলা রেজিস্টারের সাথে সমন্বয়/ আলোচনা করে অবমূল্যায়ন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। অবমূল্যায়ন	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

	জেলার ১০২ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ১৬৪২ টি বিনিময় মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-১৩ (ক)]** সভাপতি সভাকে জানান যে, বিনিময় মামলা নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণের বিনিয়মকৃত জমি নিয়ে জটিলতায় না গিয়ে বাস্তবে কাগজপত্র যাচাই করে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। অবমূল্যায়ন মামলা নিষ্পত্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর ২০২৩ মাসে মোট ১৪৬২ টি অবমূল্যায়ন মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। আলোচ্য মাসে কোন অবমূল্যায়ন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক-১৩ (খ)]** সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও জেলা রেজিস্টারের সাথে সমন্বয়/আলোচনা করে অবমূল্যায়ন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। অবমূল্যায়ন মামলায় দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সম্পত্তি খাসকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অক্টোবর ২০২৩ মাস পর্যন্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির লিজমানি ১,৭৭,০৪৮ টাকা আদায় হয়েছে। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক ১৫(ঘ)]**	মামলায় দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সম্পত্তি খাসকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (৩) ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখা-৪ এর ০৬/১০/২০১৫ খ্রি: তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৩৬.১৪-৩৯২ নং স্মারক পত্রের আলোকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি খাসকরণ/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নামে দ্রুত নামজারি ও রেকর্ড সংশোধন করতে হবে। (৪) লিজ গ্রহীতাগণ লিজের কোন শর্ত ভঙ্গ করছেন কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।	

১৪।	**আশ্রয়ণ-২ ও গুচ্ছগ্রাম-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** **১৪ (ক) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প:** আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গুচ্ছগ্রাম, ব্যারাক যে গুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে, সে সকল গৃহ প্রতিস্থাপন করে একক গৃহ নির্মাণ, বরাদ্দ প্রাপ্ত গৃহে উপকারভোগী পরিবারের বসবাস নিশ্চিতকরণ, কোন উপকারভোগী নিজ নামে বরাদ্দকৃত গৃহে বসবাস না করলে কিংবা বসবাস করতে অনিচ্ছুক হলে বিধি মোতাবেক তার বরাদ্দ বাতিল করে নতুন কোন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা, আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৃহগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	**আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প** (১) জরাজীর্ণ ব্যারাক প্রতিস্থাপন করে একক গৃহ নির্মাণের চাহিদা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) কোন উপকারভোগী নিজ নামে বরাদ্দকৃত গৃহে বসবাস না করলে কিংবা বসবাস করতে অনিচ্ছুক হলে বিধি মোতাবেক তার বরাদ্দ বাতিল করে নতুন কোন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করতে হবে। (৩) আশ্রয়ণ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক সংস্থার কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিদর্শন করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
	১৪ (খ) গুচ্ছগ্রাম-২ প্রকল্প: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্পের অধীন ইতঃপূর্বে পুনর্বাসিত (২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে) পরিবারসমূহের মিউটেশনসহ কবুলিয়ত দলিল হস্তান্তর কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ এবং কবুলিয়ত দলিল হস্তান্তরের সমাপনী প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	**গুচ্ছগ্রাম-২ প্রকল্প:** (১) ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামসমূহের সুবিধাভোগীগণের অনুকূলে কবুলিয়ত দলিল সম্পাদনসহ নামজারি/জমা-খারিজ এর প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম-২ প্রকল্প বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ/ আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি), রংপুর
১৫।	**<u>ভূমি রেকর্ড ও জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম:</u>** জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রাজশাহী সভাকে অবহিত করেন যে, সিটি কর্পোরেশন জরিপ কার্যক্রম শুরু করতে ইতোমধ্যে ইশতিহার জারি করা হয়েছে। মৌজা জরিপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে	(১) নদীর তীরবর্তী মৌজাসমূহের এডি লাইন টানার কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার সম্পন্ন করবেন এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ঐ মৌজার নদীর তীরবর্তীর দাগসমূহের হোল্ডিং হালনাগাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। (২) বর্তমানে চলমান জরিপসমূহের খতিয়ানের মন্তব্য কলামে ভূমি মালিকের সম্পত্তি খাস খতিয়ানভুক্ত হওয়ার যথাযথ কারণ উল্লেখ করার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব	(১) জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ (২) জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ এবং জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (সকল), রাজশাহী

	নদীর তীরবর্তী মৌজাগুলোর এডি লাইন টেনে ঐ সিকস্তি ও পয়স্তি জমির দাগসমূহের হোল্ডিং হালনাগাদ করা প্রয়োজন। যে মৌজায় জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হয় ঐ মৌজার ভূমি মালিকগণকে নিজের জমির সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে রাখার জন্য ব্যাপক প্রচারণার জন্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে কাজ করা প্রয়োজন। সভাপতি সভাকে জানান যে, নদীর তীরবর্তী মৌজাসমূহের এডি লাইন টানার কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিসের সার্ভেয়ারগণ সম্পন্ন করবেন এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ঐ মৌজার নদীর তীরবর্তীর দাগসমূহের হোল্ডিংসমূহ হালনাগাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগ জানান যে, রেকর্ডিয় খতিয়ানের মন্তব্য কলামে ভূমি মালিকের সম্পত্তি খাস খতিয়ানভুক্ত হওয়ার যথাযথ কারণ উল্লেখ না থাকায় বিভিন্ন কোর্টের মামলার শুনানিতে তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে বর্তমানে চলমান জরিপসমূহের খতিয়ানের মন্তব্য কলামে ভূমি মালিকের সম্পত্তি খাস খতিয়ানভুক্ত হলে খতিয়ানের মন্তব্য কলামে খাস হওয়ার যথাযথ কারণ উল্লেখ করার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা প্রয়োজন।	প্রেরণ করে এ কার্যালয়ে অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগ

১৬।	**বিবিধ:** সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর খসড়া বিধিমালার উপর মতামত/ প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। আইনটির যথাযথ প্রয়োগ এবং ব্যবহারের লক্ষ্যে এখন থেকে কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। হটলাইন ওয়েবসাইটের মান উন্নয়নের জন্য ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনাতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন না পাওয়ায় কার্যপত্রে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। **[পরিশিষ্ট-খ: অগ্রগতি ছক ১৬]**	(১) ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর খসড়া বিধিমালার উপর মতামত/ প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) আইনটির যথাযথ প্রয়োগ এবং ব্যবহারের লক্ষ্যে এখন থেকে কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) হটলাইনে ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনাতে প্রাপ্ত অনিষ্পন্ন অভিযোগসমূহ বিশেষ করে ৩০ দিনের অধিক কল/অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সংযুক্তি: পরিশিষ্ট-খ।

২৮-১১-২০২৩
ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী
০২৫৮৮৮৫৭২৩৩
divcomrajshahi@mopa.gov.bd

নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৩.০০৪.২৩.১২৫০

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৮ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা;
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন/ভূমি/কৃষি মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা;
৫। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা;
৬। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ;
৭। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রাজশাহী/পাবনা/বগুড়া, রাজশাহী বিভাগ;
৮। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
৯। আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর;

১০। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী;

১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী;

১২। কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;

১৩। সিনিয়র সহকারী কমিশনার, মাঠ প্রশাসন শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;

১৪। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;

১৫। সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগ, দড়িখরবোনা-৪১১, পো: সেনানিবাস, উপশহর, রাজশাহী এবং

১৬। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী।

৩০-১১-২০২৩
জান্নাতুল নাইম
সহকারী কমিশনার